জাতিসংঘ সাপ্তাহিক সংবাদ সংক্ষেপ

সংখ্যা - ফেব্রুয়ারি ২০০৮/০৩

জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্র,ঢাকা

সংবাদ শিরোনাম

* মিয়ানমারকে সাহায্য করতে আসিয়ান প্রধান ভূমিকা রেখেছে - জাতিসংঘ বিশেষ দুতের গুরুত্ব আরোপ
* জাতিসংঘের শীর্ষ কর্মকর্তাগণ ইরাকি শরণার্থীদের লেবাননের স্বীকৃতিদানকে স্বাগত জানিয়েছেন
* জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে নব যুগের সূচনা করতে মন্ত্রীদের প্রতি মহাসচিবের আহ্বান
* পাকিস্তানে শান্তিপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রসংশা
* জাতিসংঘ বিশেষদুত আশা করেন তার মিয়ানমার সফর সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে

মিয়ানমারকে সাহায্য করতে আসিয়ান প্রধান ভূমিকা রেখেছে - জাতিসংঘ বিশেষ দুতের গুরুত্ব আরোপ

২২ ফেব্রুয়ারি- জাতিসংঘ মহাসচিবের মিয়ানমার বিষয়ক বিশেষ দুত ইব্রাহিম গামবারি জাকার্তায় আজ এক বক্তব্যে বলেন, 'মিয়ানমারে গণতন্ত্র ও জাতীয় ঐক্যমত প্রতিষ্ঠায় দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশসমুহের সংস্থা (আসিয়ান) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।'

ইব্রাহিম গামবারি সংবাদপত্রকে বলেন, গত বছর সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘে আসিয়ান সদস্যগণ এ ব্যাপারে তাদের অবস্থান পরিষ্কার করে এবং তার পরের মাসে সিংগাপুরে সংস্থার শীর্ষবৈঠকে তা আরও স্পষ্ট করে । তিনি জোর দিয়ে বলেন, মিয়ানমার নিজেই যেহেতু আসিয়ানের একজন সদস্য, তিনি তাই আসিয়ানের দেশসমুহের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখবেন।

ইন্দোনেশিয়াতে সেদেশের রাষ্ট্রপতি Susilo Bambang Yudhoyono এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী Hassan Wirayuda র সাথে বৈঠকের পর তিনি সাংবাদিকদের বলেন, মিয়ানমারের অবস্থা উন্নয়নে জাতিসংঘ ও ইন্দোনেশিয়া কিভাবে যৌথভাবে কাজ করতে পারে সে ব্যপারে এ বৈঠকে আলোচনা হয়। উলে-খ্য গত গ্রীস্মে মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদকারীদের কঠোরহস্তে দমন করে।

উপদেষ্টা গামবারি মিয়ানমারে গণতন্ত্র ও জাতীয় ঐক্যমত প্রতিষ্ঠায় দক্ষিণপূর্ব এশিয়া দেশগুলো সফর করছেন। জাকার্তার পর তিনি সিংগাপুর ও টোকিও সফর করে পরবর্তী আলোচনায় অংশ নেবেন। ইন্দেনেশিয়া সফরের আগে তিনি বেইজিং সফর করেন।

জনাব গামবারি গতকাল বলেন, তিনি আশা করছেন মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি আবার মিয়ানমার সফরে যাবেন। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার দেশগুলো কর্তৃক তাকে আমন্ত্রণ জানানোর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

জাতিসংঘের শীর্ষ কর্মকর্তাগণ ইরাকি শরণার্থীদের লেবাননের স্বীকৃতিদানকে স্বাগত জানিয়েছেন

২১ ফেব্রুয়ারি- জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা হাজারো ইরাকি শরণার্থীদের স্বীকৃতি দানের জন্য লেবাননের প্রশংসা করেছে যারা এর আগে অবৈধ ও আটকযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছিল ।

জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক সংস্থা কমিশনার গতকাল এক বিবৃতিতে প্রকাশ করে, যেসব ইরাকি জনগণ অবৈধভাবে লেবাননে অনুপ্রবেশ করেছিল অথবা এ সপ্তাহের শুরুতে যাদের ভিসার মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার তিনমাস হয়ে গেছে লেবাননীয় কর্তৃপক্ষ তাদের অবস্থান নিয়মিত করবে।

সংস্থাটি জনায়, শতশত নিরপরাধ সাজাপ্রাপ্ত ইরাকি যাদের মধ্যে অনেকেই ইতোমধ্যে মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও সাজা ভোগ করছে তাদের মুক্তির মধ্য দিয়ে এই সিদ্ধান্তটি ফলপ্রসু হবে।

লেবাননে UNHCR এর প্রতিনিধি জনাব স্টিফেন জ্যাকমেট লেবানন সরকারের এই সিদ্ধান্তকে সাহসিকতাপুর্ণ হিসেবে বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন, 'লেবানন এই গুরুত্বপুর্ণ সিদ্ধান্তটি এমন সময়ে নিয়েছে যখন দেশটি অস্থিতিশীল নিরাপত্তা এবং রাজনৈতিক দুর্যোগ মোকাবেলা করছে।'

জর্ডান, সিরিয়া এবং ইরাকে সপ্তাহব্যাপী ভ্রমণ শেষে জর্ডানের আম্মানে হাই কমিশনার এন্টোনিও গুটারেস এক বিবৃতিতে বলেন, এই পদক্ষেপের ফলে লেবাননে ইরাকিদের তাদের আবাসভুমি থেকে বিপদ অথবা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত আঞ্চলিক সহিংসতা হতে পলায়নের জন্য এক 'নিরাপদ আশ্রয়ের' সৃষ্টি হবে।

তিনি আরও বলেন, সংস্থাটি মুক্তিপ্রাপ্ত আসামী এবং তাদের পরিবারদেরকে সহায়তা প্রদান করবে। এছাড়াও সংস্থাটি ইরাকিদের অবস্থানকে নিয়মিত করার জন্য আইনী সহায়তা দান করবে। এ প্রক্রিয়ার মধ্যে আবাসন এবং কাজের অনুমতি অর্জনও অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

জনাব গুটারেস বলেন, 'কয়েক মাসের সাজা ভোগ করে মুক্তি পাওয়ার পর যারা নিঃস্ব হয়ে যাবে UNHCR তাদের সহায়তা প্রদানের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেবে।' তিনি বলেন, এছাড়াও আমরা যত বেশী সম্ভব ইরাকিদের কাজের অনুমতি অর্জনে সহায়তা করব, যাতে করে তারা আত্মনির্ভরশীল এবং মর্যাদাপুর্ণ জীবনযাপন করতে পারে।

গত বছরের শেষে পরিচালিত এক জরিপ অনুযায়ী ধারণা করা হয় লেবাননে বসবাসরত ৫০ হাজার ইরাকির মধ্যে এক তৃতীয়াংশেরও বেশি অবৈধভাবে দেশটিতে অনুপ্রবেশ করেছে। UNHCR এপর্যন্ত ৯,৯৩৯ জন ইরাকিকে আনুষ্ঠানিকভাবে নিবন্ধিত করেছে এবং তাদের চিকিৎসা, শিক্ষা এবং প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। এছাড়া আরও ১,৪৬২ জনকে লেবানন হতে অন্যান্য দেশে পুনর্বাসিত করেছে।

জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে নব যুগের সুচনা করতে মন্ত্রীদের প্রতি মহাসচিবের আহ্বান

২০ ফেব্রুয়ারি - আজ জলবায়ু পরিবর্তন প্রতিরোধে 'নব যুগের' সুচনা করতে বিশ্বব্যাপী পরিবেশ মন্ত্রীদের প্রতি জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন একান্ত আহবান জানান।

'প্রাকৃতিক দুযোগ মোকাবেলায় অর্থ সংগ্রহের সংকটময় বাঁধাসমুহ দুরীকরণে আপনারা সহায়তা করতে পারেন'- জাতিসংঘ পরিবেশ কার্যক্রমের পৃষ্ঠপোষকতায় মোনাকতে অনুষ্ঠিত গভর্নিং কাউন্সিল/গে-াবাল মিনিস্টারিয়াল এনভায়রনমেন্ট ফোরামের প্রারম্ভে এক ভিডিও বার্তায় ১০০ এরও বেশী মন্ত্রীদের তিনি একথা বলেন।

এই সভায় 'প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় অর্থ সংগ্রহ' - এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হয়। গত ডিসেম্বরে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের জলবায়ু পরিবর্তনের ঐতিহাসিক সম্মেলনের পর এটিই ছিল পরিবেশ মন্ত্রীদের সর্ব বৃহৎ সমাবেশ। যেখানে ১৮৭ টি দেশ ২০১২ সালে মেয়াদ উত্তীর্ণ হতে যাওয়া কিওটো খসড়া চুক্তি সমুহের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে একটি আনুষ্ঠানিক আলোচলনার দ্বি-বার্ষিক প্রক্রিয়া শুরু করতে সম্মত হয়েছিল।

জনাব বান আজ তিন দিনব্যাপী মোনাকে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের কিয়োটো চুক্তি পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণের আহবান জানান। যাদের মধ্যে ব্যবসায়ী নেতৃত্ববৃন্দ, অর্থনীতিবিদ, বিজ্ঞানী এবং স্থানীয় সরকার কর্মকর্তাগণ এবং অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

আগামী বছর ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে একটি শীর্ষ সম্মেলনের মধ্য দিয়ে এ আলোচনা প্রক্রিয়ার সমাপ্ত হবে।

জাতিসংঘ মহাসচিব জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলায় প্রধান্য দিচ্ছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন,' আমার ও সমগ্র জাতিসংঘ পরিবারের লক্ষ্য হল এব্যাপারে সমঝোতায় উপনীত হওয়া। আমাদের বাস্তব সম্মত কর্মকান্ডের মাধ্যমে এই গতিশীলতা বজায় রাখতে হবে।'

পাকিস্তানে শান্তিপুর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রসংশা

১৯ ফেব্রুয়ারি- জাতিসংঘ মহাসচিব বান কি-মুন গতকাল পাকিস্তানের সংসদীয় নির্বাচন শান্তিপুর্ণভাবে সম্পন্ন করার জন্য সে দেশের জনগণের প্রসংশা করেছেন।

জনাব বানের মুখপাত্র এক বক্তব্যে বলেন, জনাব বান পাকিস্তানের ঘটনাবলী খুবই গুরুত্বের সাথে পর্যবেক্ষণ করছেন। গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার প্রতি সংশি-ষ্ট সকলের অঙ্গীকার প্রকাশে তিনি উৎসাহিত বোধ করছেন।

গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুসারে, প্যাকিস্তনের ৩৪২ আসনের গণপরিষদ নির্বাচনে, গুপ্তহত্যার শিকার সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেনজির ভুট্টোর দল, পাকিস্তান পিপলস্ পার্টি সবচেয়ে বড় দল হিসেবে আর্বিভূত হয়েছে। তবে দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। পিপিপিকে সরকার গঠনের জন্য অন্য দলের সাথে জোট গঠন করতে হতে পারে।

পাকিস্তানের উত্তরাঞ্চলীয় শহর রাওয়ালপিন্ডিতে ২০০৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর একটি নির্বাচনী জনসভা চলাকালে মিসেস ভুট্টো নিহত হন।

জাতিসংঘ বিশেষদুত আশা করেন তার মিয়ানমার সফর সামনের দিকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে

১৯ ফেব্রুয়ারি- জাতিসংঘ মহাসচিবের মিয়ানমার বিষয়ক বিশেষ উপদেষ্টা ইব্রাহিম গামবারি বলছেন তিনি মধ্যএপ্রিলের আগেই দক্ষিণপুর্ব এশিয়ার এই দেশটিতে সফরে যাবেন। মিয়ানমার সরকার তার সফরের জন্য আগেই তারিখটি প্রস্তাব করেছিল।

উপদেষ্টা বলেন, যদিও এটা এখনও একটি সমঝোতার বিষয়, তবুও আমি আশা করছি এটা হতে পারে। গামবারি বলেন, বেইজিং এ মিয়ানমার বিষয়ক বিভিন্ন আলোচনায় তিনি এ ব্যাপারে উৎসাহ ব্যঞ্জক সাড়া পেয়েছেন যে মিয়ানমার সরকার তার সফরের তারিখটি নির্ধারণ করে সে ব্যাপারে তিনি সেখানে পরামর্শ করেছেন।

মিয়ানমার কর্তৃপক্ষ গত গ্রীষ্মে শান্তিপুর্ণভাবে বিদ্রোহকারীদের কঠোর ভাবে দমন করে। এ ঘটনার পর দেশটিতে এটা জনাব গামবারির তৃতীয় সফর।

বিশেষ উপদেষ্টা বেইজিংয়ে চীনের পররাষ্টমন্ত্রী Yang Jiech সহ উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সাথে খোলাখুলি ও গঠণমুলক আলোচনা করেন।

জাতিসংঘ বেতারকে দেয়া এক সাক্ষাতকারে জনাব গামবারি বলেন, মহাসচিবের মধ্যস্থতাকারির ভুমিকাকে পুর্ণ সহযোগিতা করতে মিয়ানমার কতৃপক্ষকে সঠিক বার্তা পাঠাতে চীন গুরুত্বপুর্ণ উদ্দ্যোগ নিতে পারে।

২০১০ সালের বহুদলীয় নির্বাচনকে সমনে রেখে, গতসপ্তাহে মিয়ানমার এই বছর মে মাসে একটি সাংর্বিধানিক গণভোট অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করে।

জনাব গামবারি বলেন, মিয়ানমার সরকার রাজনৈতিক রোড ম্যাপকে কার্যকরি করতে একটি সময়সীমা নির্ধারণ করেছে , এটা ছিল একটি ‘গুরুত্বপুর্ণ’ পদক্ষেপ। তবে এ প্রক্রিয়াটিকে বিশ্বাসযোগ্য হতে হলে ব্যাপকতা, স্বত:স্ফুর্ত অংশগ্রহন ও স্বচ্ছতা প্রয়োজন।

পরিশেষে, তিনি দ্রুত সরকার ও বিনা বিচারে আটককৃত গণতন্ত্রপন্থী নেত্রী অংসাংসুচির মধ্যে একটি স্বতন্ত্র আলোচনার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন, যা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সম্পন্ন হতে হবে।

বেইজিংয়ের পর জনাব গামবারি ইন্দোনেশিয়া, সিংগাপুর ও জাপান সফর করবেন।

** ** **